গঠনতন্ত্র

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব

‘নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব’

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব এর প্রস্তাবনাঃ

সাংবাদিকতায় পেশাগত মানোন্নয়ন, সাংবাদিক ও সংবাদকর্মীদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি বৃদ্ধি ও সামাজিক মর্যাদা সমুন্নত রাখা এবং নিজেদের সংঘবদ্ধ করার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত বাংলাদেশী সংবাদ মাধ্যমসমূহের সাংবাদিক ও সংবাদকর্মীগণ, বাংলাদেশের জাতীয় সংবাদ গণমাধ্যমের প্রতিনিধি এবং ফ্রিল্যান্স সাংবাদিকগণ একটি ক্লাব গঠন করবেন। এ ক্লাবেবর নাম হবে 'নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব'। এই গঠনতন্ত্রে অত:পর প্রয়োজনবোধে শুধু প্রেসক্লাব হিসেবে উল্লিখিত হবে।

পেশাগত উৎকর্ষ সাধন, সুষ্ঠ, সৎ, বস্তনিষ্ট সাংবাদিকতার আদর্শ অনুসারী ও সংবাদকর্মী হিসেবে প্রবাসে নিজেদের পেশাগত উন্নয়ন হবে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব প্রতিষ্ঠানর মূল লক্ষ্য। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ও মুক্তি সংগ্রামের চেতনাকে সুমুন্নত রেখে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক এবং অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করবে।

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি সাংগঠনিক কমিটি থাকবে। নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের একটি পতাকা ও প্রতীক থাকবে। নিউইয়র্ক স্টেট এর অলাভজনক সংগঠন আইনের অধীনে এই ক্লাব রেজিষ্ট্রিকৃত হবে। নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের কার্যালয় নিউইয়র্ক শহরে অবিস্থত হবে।

১. উপদেষ্টা পরিষদ ও নির্বাচন কমিশন ঃ

কার্যনির্বাহী কমিটি দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম সভা/মিটিং-এই ৫ সদস্যের উপদেষ্টা পরিষদ এবং ৩ সদস্য বিশিষ্ট্য নির্বাচন কমিশন গঠন করবে। তবে, উপদেষ্টা ও নির্বাচন কমিশন সদস্যরা অবশ্যই ক্লাবের সদস্য হতে হবে। উল্লেখ্য, গঠিত উপদেষ্টা কিংবা নির্বাচন কমিশন সদস্যদের মধ্য থেকে কেউ কার্যনির্বাহী পরিষদ পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাইলে তাদের অবশ্য স্ব স্ব দায়িত্ব/পদ থেকে পদত্যাগ করতে হবে।

সংগঠন পরিচিতি ঃ

ক. এই সংগঠনের নাম "নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব-ইউএসএ.ইনক"। যা সংক্ষেপে 'এনওয়াইবিডিপ্রেসক্লাব'।

খ. বাংলাদেশ জাতীয় দৈনিক/সাপ্তাহিক সংবাদপত্র, অনলাইন/প্রিন্ট ভার্সন পেশাদার গণমাধ্যম, বার্তা সংস্থা ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় কাজ করেছেন এবং যুক্তরাষ্ট্রে আসার পরও সংবাদপত্র, বার্তা সংস্থা ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় কাজ করেছেন কিংবা করছেন এমন পেশাদার সাংবাদিকরাই ক্লাবের সদস্য হওয়ার সুযোগ পাবেন।

গ. এ সংগঠনের সদস্যদের পেশাদারিত্ব মনোভাব সম্পন্ন হতে হবে। ব্যক্তিগত রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার বহিঃপ্রকাশ সংগঠনের যে কোন কর্মকান্ডে গ্রহণযোগ্য নয়। কোন

রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত অ্যাক্টিভিস্টরা সংগঠনের সদস্য হওয়ার সুযোগ পাবেন না।

ঘ. পেশাদার গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিক/গণমাধ্যমকর্মী ছাড়াও যারা সাপ্তাহিক কিংবা অনলাইন পত্রিকার সাথে সরাসরি ব্যবস্থাপনায় জড়িত এমন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সদস্য হওয়ার প্রধান শর্ত থাকবে তাদের ওই প্রতিষ্ঠানের ইনকরপোরেশন সংক্রান্ত বৈধ লাইসেন্সসহ যাবতীয় কাগজপত্র থাকতে হবে।

ঙ. এ সংগঠনের স্থায়ী কার্যালয় নিউইয়র্ক এলাকায় অবস্থিত হবে। **ক্লাবের ৩টি ক্যাটাগরিতে মেম্বার থাকবে। এক).** স্থায়ী সদস্য **দুই).** সহযোগী সদস্য এবং **তিন).** আজীবন সদস্য।

২. **আদর্শ ও উদ্দেশ্য ঃ**

ক. সাংবাদিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রতিভা বিকাশ, পেশাগত মান উন্নয়ন, মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও স্বার্থ রক্ষা। একই সাথে পেশাগত কাজে ক্লাবের সদস্যদের অনুপ্রাণিত করা যেমন–কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ এওয়ার্ড প্রদান ইত্যাদি।

খ. বস্তুনিষ্ঠ ও সুস্থ সাংবাদিকতার বিকাশ। সাংবাদিকতার ওপর সেমিনার/সিম্পোজিয়াম ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ।

গ. সংগঠনের সদস্যদের জন্য কল্যাণমূলক কর্মসূচি ও পদক্ষেপ গ্রহণ।

ঘ. সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ও সাংস্কৃতিক মান উন্নয়ন।

ঙ. সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক সংগঠন হবে এটা। কোন সদস্য নিজের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করতে এ সংগঠনকে ব্যবহার করতে পারবে না।

৩. সদস্য ঃ

ক. স্থায়ী সদস্য :

যারা বাংলাদেশে জাতীয় দৈনিক/সাপ্তাহিক (অনলাইন এন্ড প্রিন্ট ভার্সন) সংবাদপত্র, বার্তা সংস্থা ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সাংবাদিক হিসেবে কমপক্ষে ৩ (তিন) বছর কাজ করেছেন কিংবা যুক্তরাষ্ট্রে আসার পরও বিভিন্ন মিডিয়ায় কাজ করছেন, এ ধরনের পেশাজীবীরা এ সংগঠনের স্থায়ী সদস্য পদে আবেদনের যোগ্যতা রাখেন।

খ. সহযোগী সদস্য :

অতীতে যারা সাংবাদিকতা করেছেন এবং এখনো বিভিন্ন গণমাধ্যমে লেখালেখি যেমন, কলাম লেখক/টিভি টক শো বিশ্লেষক/সংবাদ পাঠক/ব্রডকাস্টার/ক্যামেরা ক্রু/ফটো সাংবাদিক/অ্যাক্টিভিস্টসহ গণমাধ্যম সংশ্লিষ্ট কর্মে সম্পৃক্ত রয়েছেন তারা সহযোগি সদস্য হওয়ার আবেদন করতে পারবেন। অবশ্যই, আবেদন গ্রহণ ও বাতিলের এখতিয়ার রাখবে কার্যনির্বাহী পরিষদ। সহযোগী সদস্যপদ লাভের ১

(এক) বছরের মাথায় নিয়মিত চাঁদা পরিশোধ থাকলে সংশ্লিষ্ট সদস্যরা 'স্থায়ী সদস্য' হিসেবে বিবেচিত হবেন।

গ. সম্মানিত/আজীবন সদস্য :

সংগঠনের কোন সদস্য এককালীন ৫০০ (পাঁচ শত) ডলার প্রদান সাপেক্ষে আজীবন/সম্মানিত সদস্যের মর্যাদা পেতে পারেন। এ ক্ষেত্রে তাদের মাসিক কিংবা বাৎসরিক কোন চাঁদা পরিশোধ করতে হবে না।

৪. সদস্য পদের আবেদন ও চাঁদা:

প্রাথমিক আবেদনের সাথে নির্ধারিত ফরম-ফি বাবদ ০৫ (পাঁচ) ডলার পরিশোধ করতে হবে। সদস্যপদ লাভের পর মাসিক ০৫ (পাঁচ) ডলার হিসবে পূর্ণ এক বছরের ৬০ (ষাট) ডলার পরিশোধ করতে হবে। সদস্যরা তাদের নির্ধারিত চাঁদা যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পরিশোধ ক্যাশ/চেক'র মাধ্যমে পরিশোধের সুযোগ থাকবে।

৫. সদস্যপদ বাতিল/ স্থগিত:

ক. কোন স্থায়ী সদস্য সাংবাদিকতার পরিবর্তে অন্য কোন পেশায় যোগদান করলে, কিংবা তার বিরুদ্ধে সংগঠন বিরোধী কর্মকান্ডে লিপ্ত হওয়া, নিয়মিত চাঁদা পরিশোধ না করা'সহ কোন গুরুতর অভিযোগ থাকলে তার সদস্যপদ বাতিলের ক্ষমতা রাখবে কার্যনির্বাহী পরিষদ।

খ. কারো সদস্যপদ বাতিল/স্থগিত থাকলে তিনি (এজিএম) বার্ষিক সাধারণ সভা'সহ কোন সংগঠনের কোন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। একই সাথে তার ভোটাধিকার ক্ষমতা থাকবে না।

গ. কোন সদস্য সংগঠনের আদর্শ, উদ্দেশ্য লঙ্ঘন ও গঠনতন্ত্র পরিপন্থী এবং নৈতিক স্খলন কোন কাজের জন্য অভিযুক্ত হন বা কোন সদস্য নিজের রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য হাসিল করতে এ সংগঠনকে ব্যবহার করনে; এসব ক্ষেত্রেও তার সদস্যপদ বাতিল বলে গণ্য হবে।

ঘ. টানা ১ (এক) বছর তথা বার্ষিক চাঁদা বকেয়া থাকলে সদস্যপদ অটোমেটিক স্থগিত হয়ে যাবে। নতুন করে সদস্যপদ গ্রহণে এক বছরের চাঁদা এবং র্নিধারিত ফরম-ফি ০৫ (পাঁচ) ডলার এককালিন পরিশোধ সাপেক্ষে পুনরায় সদস্যপদ প্রাপ্তির আবেদন করতে পারবেন। প্রত্যেক সদস্যকে অবশ্য বার্ষিক সাধারণ সভার পূর্বে তার সকল বকেয়া পরিশোধ করতে হবে।

ঙ. বাতিল/স্থগিত হওয়া সদস্য পদের ব্যক্তিরা পূনরায় আবেদন করলে তা গ্রহণ কিংবা বাতিলের এখতিয়ার রাখবে কার্যনির্বাহী পরিষদ। তবে, কারো সদস্য পদ চূড়ান্ত বাতিলের আগে তাকে একটি লিখিত নোটিশ (চিঠি/ইমেইল বার্তা) পাঠানো হবে। এছাড়া অনলাইন/ওয়েবসাইটেও সংশ্লিষ্ট সদস্য তালিকায় বিস্তারিত তথ্য থাকবে।

৬. বাছাই কমিটিঃ

সদস্যপদ প্রদান, পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদনের জন্য ৩ সদস্যের একটি কমিটি থাকবে। এ কমিটি মূল কমিটির কাছে এ সংক্রান্ত প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য পেশ করবে। তবে, কার্যনির্বাহী কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তেই সদস্য পদ প্রদান করা হবে। বাছাই কমিটি আবেদন ফরমের ওপর সই/স্বাক্ষর সম্পাদনপূর্বক সুপারিশ করবেন।

৭. তহবিলঃ

ক. সংগঠনের একটি নিজস্ব তহবিল থাকবে যা সদস্য চাঁদা, সংগঠনের হল বা রুম ভাড়া, পৃষ্ঠপোষকদের অনুদান কিংবা এককালীন সাহায্য এবং সাময়িকী প্রকাশের মাধ্যমে গঠিত হবে। তহবিল একটি ব্যাংক একাউন্ট খুলে সেখানে সংরক্ষিত হবে। অফিস খরচ চালাতে সর্বোচ্চ ২'শ (দুইশত) ডলার ক্যাশ রাখা যাবে। উক্ত অর্থ কোষাধ্যক্ষ/অর্থ সম্পাদক সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য গচ্ছিত রাখবেন।

খ. আহ্বায়ক কমিটি থাকা অবস্থায় আহ্বায়ক, সদস্য সচিব এবং কোষাধ্যক্ষের যৌথ স্বাক্ষরে অর্থ লেনদেন করা যাবে। তবে, স্বাক্ষরকারি তিনজনের যে কোন দু'জনের স্বাক্ষরে অর্থ লেনদেনে কোন বাধা থাকবে না।

গ. নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার পরও সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং অর্থ সম্পাদকের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংকের অর্থ

লেনদেন করা যাবে। একই ভাবে স্বাক্ষরকারি তিনজনের যে কোন দু'জনের স্বাক্ষরে অর্থ লেনদেনে কোন বাধা থাকবে না।

ঘ. সাধারণ সভার আগে নিবন্ধিত 'সিপিএ ফার্ম'র মাধ্যমে প্রতিবছর অডিট করতে হবে।

৮. সাংগঠনিক কাঠামোঃ

সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যনির্বাহী কমিটি থাকবে, যার গঠন কাঠামো এবং দায়িত্ব কার্যবলী হবে নিম্নরূপঃ ১). সভাপতি, ২) সহ-সভাপতি, ৩). সাধারণ সম্পাদক, ৪). যুগ্ম-সম্পাদক, ৫). অর্থ সম্পাদক, ৬). সাংগঠনিক সম্পাদক, ৭). দপ্তর সম্পাদক এবং ৮). ৪জন নির্বাহী সদস্য।

১). সভাপতিঃ

কার্যনির্বাহী কমিটির একজন সভাপতি থাকবেন, যিনি-

ক. সাধারণ সম্পাদকের সাথে যৌথভাবে সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করবেন।

খ. সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনায় সাধারণ সম্পাদককে পরামর্শ দিতে পারবেন।

গ. কার্যনির্বাহী কমিটির সকল সভা ও সাধারণ সভায় সভপতিত্ব করবেন।

ঘ. কার্যনির্বাহী কমিটির সভা আহ্বানের জন্য সাধারণ সম্পাদককে পরামর্শ দেবেন।

ঙ. সভার কার্যবিবরণীতে স্বাক্ষর করবেন, যা উক্ত কার্যবিবরণী সত্যায়ন বলে গণ্য হবে।

চ. নিজ কাজের জন্য কার্যনির্বাহী কমিটির কাছে জবাবদিহি থাকবেন।

ছ. খরচের পেশকৃত বিল ও ভাউচার সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে কোষাধ্যক্ষ'সহ অনুমোদন করবেন।

জ. তবে, নিজের অনুপস্থিতিতে সকল দায়িত্ব সহ-সভাপতির উপর অর্পণ করতে পারবেন।

২). সহ-সভাপতিঃ

একজন সভাপতি থাকবেন, যিনি-

ক. সভাপতিকে তার দায়িত্ব পালনে পরামর্শ দিবেন।

খ. সভাপতির অনুপস্থিতি সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

গ. প্রয়োজনে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।

ঘ. কোন কারণে সভাপতির পদ শূন্য হলে তিনি সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

৩). সাধারণ সম্পাদকঃ

কার্যনির্বাহী নির্বাহী কমিটির একজন সাধারণ সম্পাদক থাকবেন, যিনি-

ক. সভাপতির সাথে যৌথভাবে সংগঠনের প্রতিনিধি করবেন।

খ. সভাপতির পরামর্শে কার্যনির্বাহী প্রধান হিসেবে সংগঠনের সকল কার্যক্রমের সুষ্ঠু পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবেন।

গ. সভাপতির পরামর্শে সংগঠনের সকল সভা আহ্বান করবেন।

ঘ. কার্যনির্বাহী কমিটির সকল সভা ও সাধারণ সভার পরিচালনা করবেন।

ঙ. সংগঠনের পক্ষ থেকে লেখা সকল চিঠি ও নোটিশে স্বাক্ষর করবেন।

চ. নিজ কাজের জন্য নির্বাহী কমিটির কাছে জবাবদিহি থাকবেন।

ছ. অন্যান্য বিভাগীয় সম্পাদকের কাজে তত্ত্বাবধান করবেন।

জ. খরচের পেশকৃত বিল ও ভাউচার সধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষসহ অনুমোদন করবেন।

ঝ. কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় অনুমোদিত বার্ষিক প্রতিবেদন সাধারণ ও বিশেষ সাধারণ সভায় পেশ করবেন।

ঞ. বিশেষ প্রয়োজনে সভাপতির সাথে আলোচনা সাপেক্ষে কোন গুরুর্তপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন, যা পরবর্তী কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় অনুমোদন করে নিতে হবে।

ট. তবে, নিজের অনুপস্থিতিতে সকল দায়িত্ব যুগ্ম-সম্পাদকের উপর অর্পণ করতে পারবেন।

৪). যুগ্ম-সম্পাদকঃ

কার্যনির্বাহী নির্বাহী কমিটির একজন যুগ্ম-সম্পাদক থাকবেন, যিনি-

ক. সাধারণ সম্পাদককে সংগঠনের দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা করবেন।

খ. সাধারণ সম্পাদকের পদ শূন্য হলে তিনি উক্ত পদে দায়িত্ব পালন করবেন।

গ. সংগঠনের যে কোন অনুষ্ঠান/বনভোজন আয়োজন, অতিথিদের অভ্যর্থনা ও আপ্যায়নে সাংগঠনিক সম্পাদকসহ দায়িত্ব পালন করবেন।

ঘ. সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠক, সেমিনার/সিম্পোজিয়াম, মিট দ্য প্রেসসহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইস্যু ভিত্তিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবেন।

৫). অর্থ সম্পাদকঃ

কার্যনির্বাহী কমিটির একজন অর্থ সম্পাদক থাকবেন, যিনি-

ক. সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সাথে পরামর্শক্রমে সংগঠনের আর্থিক ও তহবিল সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী পরিচালনা করবেন।

খ. সংগঠনের সকল আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করবেন।

গ. কার্যনির্বাহী কমিটির যে কোন সভায় সংগঠনের যাবতীয় সকল আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করবেন।

ঘ. সদস্য চাঁদা আদায়সহ অন্যান্য অনুদান তত্ত্বাবধান করবেন।

ঙ. সাধারণ সভায় সংগঠনের আয়-ব্যয়ের সকল বিবরণী (অডিট রিপোর্ট) পেশ করবেন, যা আগেই নির্বাহী কমিটির অনুমোদন নিতে হবে।

চ. প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী মাসের আয়-ব্যয়ের বিবরণী সংগঠনের স্থায়ী সদস্যদের কাছে ইমেইল/ডাকযোগে প্রেরণ করবেন।

৬). সাংগঠনিক সম্পাদকঃ

কার্যনির্বাহী কমিটির একজন সাংগঠনিক সম্পাদক থাকবেন, যিনি-

ক. সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সাথে পরামর্শক্রমে সংগঠনের যাবতীয় সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

খ. সংগঠনের সদস্য বাছাই কমিটির কার্যক্রম পরিচালনা করবেন এবং বাছাই কমিটির সকল প্রতিবেদন ও সুপারিশ নির্বাহী কমিটিতে উপস্থাপন করবেন।

গ. সংগঠনের যে কোন অনুষ্ঠান/বনভোজন আয়োজন, অতিথিদের অভ্যর্থনা ও আপ্যায়নে যুগ্ম-সম্পাদককে সহযোগিতা করবেন।

ঘ. সদস্যদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গণমাধ্যম সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং

মূলধারার সাংবাদিকদের সাথে গবেষনামূলক ও পেশাগত ভ্রমণ পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবেন।

ঙ. সংগঠনের গবেষনা ও প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় নথি ও প্রকাশনা সংরক্ষণ করবেন। এছাড়াও সংগঠনের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক লাইব্রেরী এবং মিডিয়া কক্ষের পরিচালনা করবেন।

৭). দপ্তর সম্পাদকঃ

কার্যনির্বাহী কমিটির একজন দপ্তর সম্পাদক থাকবেন, যিনি-

ক. সংগঠনের দাপ্তরিক সকল কার্যক্রম পরিচালনা এবং দলিলপত্র সংরক্ষণ করবেন।

খ. সকল সভার কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্তসমূহ লিপিবদ্ধ করবেন, পরবর্তী সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ এবং সংরক্ষণ করবেন।

গ. দাপ্তরিক যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ, সদস্যদের নাম-ঠিকানা ও ফোন নম্বরসহ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তালিকাভুক্তি নথিভুক্ত/আপডেট করবেন এবং সকল আমন্ত্রণপত্রসহ আনুসাঙ্গিক চিঠিপত্র/ইমেইল/তৈরী ও বন্টন/প্রেরণে সাধারণ সম্পাদকের সহায়তা নিবেন।

ঘ. দপ্তরের সকল অবকাঠামো, আসবাবপত্র সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করবেন। যুগ্ম-সম্পাদকের সহযোগিতা নিয়ে সংগঠনের প্রচার বিষয়ক যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবেন।

সংগঠনের নিয়মিত প্রকাশনা/সাময়িকী প্রকাশ ও প্রচারের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

৮). সদস্য ৪ (চার জন):

কার্যনির্বাহী কমিটির চার জন নির্বাহী সদস্য থাকবেন, যারা-

ক. নির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন উপ-কমিটির দায়িত্ব পালন করবেন এবং কার্যনির্বাহী কমিটির যাবতীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে মতামত দিবেন।

৯. সাধারণ সভা ঃ

ক. প্রতিবছর সেপ্টেম্বর/অক্টোবর মাসের ১৫-৩০ তারিখের মধ্যে সংগঠনের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। যারা বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করবেন তারাই কেবল সাধারণ সভায় অংশ নিতে পারবেন।

খ. বছরের যে কোন সময়ে এক বা একাধিক বিশেষ সাধারণ সভা আয়োজন করা যাবে।

গ. সংগঠনের সাধারণ/বিশেষ সাধারণ সভায় মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হবে। কার্যনির্বাহী কমিটির সর্বশেষ সাধারণ সভা সম্পন্ন হওয়ার পর ওই দিনেই নির্বাচনী সম্পর্কিত পরবর্তী সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করবেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার। সাধারণ সভার ৩০ দিন পূর্বে সকল সদস্যকে তা অবহিত করা হবে।

১০. নির্বাচন ঃ

সাধারণ সভা (এজিএম)-এ উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মধ্যে সর্বাধিকের মতামতের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক কার্যনির্বাহী পরিষদের পরবর্তী মেয়াদের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা যাবে। ১১টি পদের বিপরীতে উপস্থিত সদস্যরা তাদের পছন্দের প্রতিনিধি/প্রার্থী নির্বাচন করতে পারবেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা সম্ভব না হলে, পরবর্তীতে নির্বাচনী তফসিল সংক্রান্ত সকল পদক্ষেপ নেবে নির্বাচন কমিশন।

ক. চাঁদা পরিশোধকারী স্থায়ী সদস্যরা কেবল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন। এতে এককভাবে প্রতিটি পদের বিপরীতে একাধিক প্রার্থী থাকতে পারবেন।

খ. সর্বশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের পর দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাচন পরিচালনা কমিটির তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাবেন। সর্বাধিক মতামতের ভিত্তিতে কমিটি গঠন, অন্যথায় নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা। ৩জন নির্বাচন কমিশন সদস্যের মধ্যে এ প্রক্রিয়ায় সভাপতিত্ব করবেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার।

গ. প্রতি দুই বছর পর কার্যনির্বাহী কমিটির সাধারণ সভা ও নির্বাচন একই দিনে অনুষ্ঠিত হবে। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক টানা দুই মেয়াদে দায়িত্ব পালনের পর উল্লেখিত পদে প্রার্থী হতে পারবেন না। নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র প্রদান ও যাছাই-

বাছাইসহ নির্বাচনের দিনক্ষণ নির্ধারণ করবে কমিশন। নির্বাচন অবশ্যই সংশ্লিষ্ট বছরের অক্টোবর মাসের ১৫-৩০ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

ঙ. নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার ৭ দিনের মধ্যেই নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করবে বিদায়ী কমিটি।

১১. গঠনতন্ত্র সংশোধন ঃ

সংশোধিত এ বিধিমালা যুগ এবং সময়ের প্রয়োজনে গঠনতন্ত্রের যে কোন ধারায় পরিবর্তন-পরিবর্ধন আনা যাবে। যা সংগঠনের সাধারণ সভায় সংশোধনের প্রস্তাব ভোটের মাধ্যমে পাশ করে নিতে হবে।

১২. সরংক্ষণ ও বিশেষ বিধানঃ

ক. ক্লাবের সংশোধিত গঠনতন্ত্র সদস্যদের মাঝে বিতরণসহ নির্ধারিত ওয়েবসাইটে বাংলা এবং ইংরেজী ‘পিডিএফ’ ফরমেটে সংযুক্তি রাখা যাবে।

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব